যুগান্তর

APR 01 2002
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

বিসিএস পরীক্ষা বন্ধ : হতাশ লাখো তরুণ

জিয়া হাসান

সেশনজটের কবলে পড়েছে এবার বিসিএস পরীক্ষা। ফলে আটকে আছে ২১তম থেকে ২৪তম পর্যন্ত মোট চারটি ব্যাচ। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারি চাকরিতে নিয়োগ বন্ধ রাখার ফলে এ জটের সৃষ্টি হচ্ছে। চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি হওয়ার পরও প্রকাশ করা হচ্ছে না ২১তম ব্যাচের চূড়ান্ত ফলাফল। ২২তম ব্যাচের লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু ফল প্রকাশ হয়নি। ২৩তম স্পেশাল বিসিএস-এর মৌখিক পরীক্ষা আটকে আছে। নিয়মানুযায়ী প্রতি বছর জানুয়ারিতে বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও ২৪তম বিসিএস-এর সার্কুলার জারি হয়নি। কবে নাগাদ এই নিষেধাজ্ঞা উঠবে কেউ তা নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। পিএসসির সূত্র মতে, ২১তম ব্যাচে রয়েছে ৯৩৪টি পদ, ২২তম ব্যাচে ১২৬৩টি পদ, ২৩তম বিশেষ ব্যাচে ৭০৯টি পদ এবং ২৪তম ব্যাচে রয়েছে ১৩৬৪টি পদ। সর্বশেষ ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় মোট নিয়োগ দেয়া হয়েছে ২ হাজার ২শ' ৪০ জনকে। বর্তমানে এসব পদ শূন্য থাকার কারণে প্রশাসন বিচ্ছিন্ন এবং এক ধরনের শূন্যতা বিরাজ করছে। সংকট দেখা দিয়েছে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তার। সেশনজটের কবলের কারণে লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে হতাশা এসেছে। অনেকেই হারিয়েছে তাদের চাকরির বয়স। কারও কারও ২৪তম বিসিএস পরীক্ষাই ছিল শেষ বিসিএস-এ অংশ নেয়ার সুযোগ। আগামী ৬ মাসের মধ্যে নতুন কোন ঘোষণা না এলে চাকরির সুযোগ হারাবে আরও কয়েক হাজার তরুণ-তরুণী। অবশ্য সরকারি চাকরিতে নিয়োগ ও বিসিএস পরীক্ষার কার্যক্রম চালু করতে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করেছে। কমিশন আশা প্রকাশ করেছে সরকার শিগগির এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে। পিএসসির রিপোর্টেও বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে সৃষ্ট অচলাবস্থার কথা তুলে ধরা হয়। প্রায় দু'মাস ধরে পিএসসির চেয়ারম্যানের পদ শূন্য আছে। নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ না হওয়ায় পিএসসির কার্যক্রম শুরু হওয়ার আপাতত কোন সম্ভাবনা নেই। পিএসসির নিয়মানুযায়ী প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে দরখাস্ত আহ্বান করবে, প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেয়া হবে এপ্রিল-মে'র দিকে এবং এইচএসসি পরীক্ষা শেষে নেয়া হবে লিখিত পরীক্ষা। এই কাজেও তাই হাত দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এই জটের কারণে শুধু বিসিএস পরীক্ষাই না, সব ধরনের সরকারি চাকরিতেই এখন নিয়োগ বন্ধ আছে। সংস্থাপনের দেয়া তথ্যানুযায়ী বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর পদই খালি রয়েছে ১৬ হাজার ২৮৪টি। এর বাইরেও নন-অফিসার পদের সংখ্যা খালি রয়েছে অনেক। পিএসসি নন ক্যাডারের বিভিন্ন পদে পরীক্ষা নিলেও কিন্তু সে সব পরীক্ষার ফল এখনও অপ্রকাশিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে মাস্টার্স করেছেন আসিফ ইকবাল। ২২তম বিসিএস-এ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বসে আছেন কবে মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হবে। তার সরকারি চাকরির বয়সও শেষ হয়ে আসছে। তিনি জানিয়েছেন, আর মাত্র ৪ মাস বাকি আছে আমার সরকারি চাকরির বয়স। শেষ বিসিএস দেয়ার সুযোগটা হারাচ্ছি জানুয়ারিতে পরীক্ষা না হওয়ার কারণে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করা হুমায়ুন আফরোজের ভাষায়, সরকারি নিয়োগ বন্ধ থাকার কারণে আমরা হতাশ। দেশে বেসরকারি চাকরির সুযোগ সীমিত। তাই নিয়োগ শুরু না হলে দেখা যাবে হয়তো আমাদের চাকরির বয়স সীমাই শেষ হয়ে গেছে।

বিসিএসসহ সব চাকরিতে নিয়োগ বন্ধ রাখার ব্যাপারে সরকারের একটি নিজস্ব ব্যাখ্যা থাকলেও যে দেশে চাকরির সুযোগ সীমিত সেখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব তরুণ-তরুণীই আশায় থাকে কোনভাবে একটি সরকারি চাকরি পাওয়ার। তারপরও আশার কথা সরকার ইতিমধ্যে প্রাথমিক স্কুলগুলোতে সহকারী প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট সবাই আশা করছেন, খুব দ্রুত শুরু হবে আবার সরকারি চাকরিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া।

চারটি বিসিএস যে অবস্থায় রয়েছে

২১তম বিসিএস	চূড়ান্ত ফলাফল তৈরী	ফল প্রকাশিত হয়নি
২২তম বিসিএস	লিখিত পরীক্ষার ফল তৈরী আছে	প্রকাশিত হয়নি
২৩তম বিসিএস (বিশেষ)	ঐ	ঐ
২৪তম বিসিএস	বিজ্ঞপ্তি তৈরী আছে	প্রকাশিত হয়নি